জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

সংগীত

পঞ্চম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

ফেরদৌসী রহমান
সুধীন দাস
মোঃ কামরুজ্জামান
রীনাত ফওজিয়া

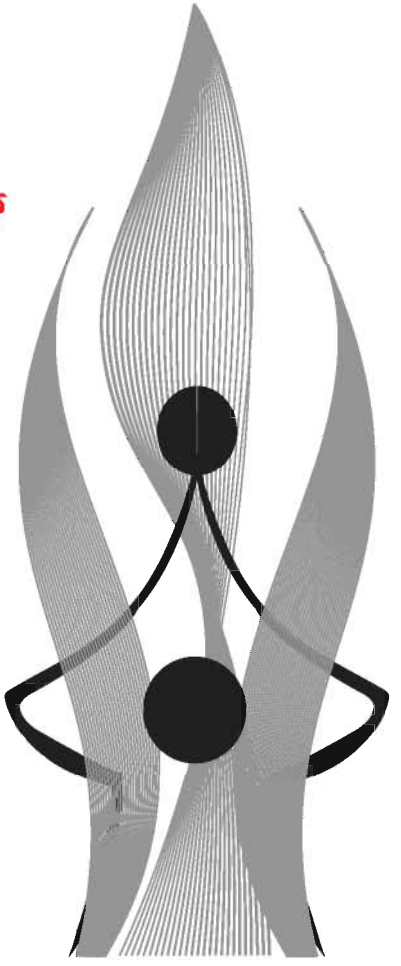

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আবদুল মোমেন মিল্টন

সমন্বয়কারী

জুলেখা শারমিন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব বিষয়ে জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সবগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে **সংগীত** একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সংগীত শিশু মনকে দোলা দেয়। শিশুর মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। তবে প্রত্যেক শ্রেণিতে শিক্ষকের জন্য রয়েছে নির্ধারিত শিক্ষক নির্দেশিকা। নির্দেশিকায় প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সংগীত, স্বরলিপি ও অন্যান্য নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনায় অন্তর্ভুক্ত সংগীতগুলো শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ করতে পারলে তাদের ভেতর দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। শিশুরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। সংগীতের শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং দেশের প্রথিতযশা সংগীত শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রাথমিক স্তরে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা	১
২	শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা	৩
৩	সংগীত বলতে কী বোঝায়	৪
৪	স্বর পরিচয়	৫
৫	তালের ধারণা	৮
৬	গান কী	৯
৭	আকার মাত্রিক স্বরলিপি অনুসরণ পদ্ধতি	১০
৮	সংগীত জগতের কতিপয় সুর সাধকের ছবি	১৩
৯	সংগীত বিষয়ের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের ছবি	১৯
১০	প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন গানের বাণী ও স্বরলিপি	২৬
১১	জাতীয় সংগীত	২৭
১২	শহিদ দিবসের গান	৩২
১৩	হামদ	৩৫
১৪	প্রার্থনা সংগীত	৩৯
১৫	মুক্তিযুদ্ধের গান	৪৪
১৬	প্রাথমিক স্তরের শিখন–শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন (পঞ্চম শ্রেণি)	৪৮

প্রাথমিক স্তরের সংগীতের প্রয়োজনীয়তা

গানের সুর শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। জন্মের পর মা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তার সন্তানকে ঘুম পাড়ান। এতে প্রতীয়মান হয়, যে শিশুটি গানের কোনো ভাষা বা কথা বোঝে না, সে শিশুটিও গানের সুরের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। আর সে কারণে মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের সুর তাকে অতি সহজেই ঘুমের দেশে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিশুমন কোমল– গানের সুর একদিকে যেমন তার মনকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তার মনকে প্রভাবিত করে। তাই শিশুর মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীতচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে প্রাথমিক স্তরের ১২টি আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সংগীত বিষয়কে একটি অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নকালে সংগীত বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তথা বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল। বর্তমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বাস্তব অবস্থা, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুরা যাতে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে, সে বিষয়টি সামনে রেখে প্রচলিত সুরের সহজ ও সর্বজনশ্রুত সর্বমোট ১৩টি গান নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় স্বল্প চেষ্টায় এই গানগুলো অনুশীলন করতে সমর্থ হয়।

প্রচলিত শিক্ষাক্রমে সংগীত বিষয়ের জন্য সর্বমোট ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এই ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার আওতায় মোট ৯টি গান শনাক্ত করা হয়েছিল। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার স্থলে ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে শিশুদের মনে 'কোনো কাজই ছোট নয়' বা সব ধরনের কাজের প্রতি যাতে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়, সে উদ্দেশ্যে শ্রমের মর্যাদা-সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করে সংযোজন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আওতায় সংগীত বিষয়ের জন্য নির্ধারণকৃত ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রচলিত ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা একই রাখা হয়েছে। কারণ প্রচলিত শিক্ষাক্রমে ৯টি ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে এগুলোর অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রতিটি গান নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত পরিচিত সুরের গানগুলো দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনুশীলন করানো হলে সংগীতের মাধ্যমে শিশুদের মনে মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাসংগ্রাম, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার পাশাপাশি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগের মনোভাব গঠন করতে ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় প্রচলিত প্রান্তিক যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচিত কিছু গান সংগতকারণে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কয়েকটি গান সর্বজনশ্রুত সহজ সুরের তথা মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বার্তা বহন করার কারণে একই রাখা হয়েছে।

আশা করা হয়েছে যে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত গানগুলো বাস্তব অনুশীলনে সচেষ্ট হলে তা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও আনন্দময় ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। ফলে ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে এবং ঝরে পড়ার হারও বহুলাংশে কমে আসবে।

শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

প্রতিটি পাঠ নির্ধারিত অংশে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন :

১। সংগীত বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকাটি শিক্ষক প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বেন।

২। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবেন। এই উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রস্তুতির সময় পাঠটি কয়েকবার পড়বেন।

৩। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশিকায় দেওয়া নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা, শিখন–শেখানো কার্যাবলি এবং মূল্যায়ন অনুসরণ করবেন।

৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত ছবিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন এবং প্রয়োজনবোধে পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করবেন।

৫। যথাসম্ভব স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে চকবোর্ডে লিখে গান অভ্যাস করাবেন।

৬। শিক্ষক প্রতি ক্লাসে প্রথম অথবা শেষ অংশে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সারগাম বা তাল-ছন্দ শেখাবেন।

৭। প্রমিত চলিত ভাষায় কথা বলবেন। শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করবেন না।

৮। শুদ্ধ উচ্চারণ ও নির্ভুল ভাষার প্রয়োগ উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের মৌখিক অনুশীলন করাবেন।

৯। গান, সুর, ছন্দ, তাল এবং অঙ্গভঙ্গি করে পরিবেশন করবেন।

সংগীত বলতে সংক্ষেপে কী বোঝায়? মানবজীবনে সংগীত কী ধরনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম?

সংগীত বলতে চিত্তবিনোদনে সমর্থ্য স্বরসমূহের বিন্যাসের মাধ্যমে বিচিত্র ও মধুর রচনাকে বোঝায়। স্বর ও তালবদ্ধ মনোরঞ্জক রচনাকে সংগীত বলা হয়। সংগীতের পরিভাষা অনুসারে গীত, বাদ্য ও নৃত্য– এই তিনের একত্র সমাবেশ হলো সংগীত। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের আলাদা সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন,

গীত – কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।

বাদ্য – সুর ও তালের সাহায্যে যন্ত্রের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বাদ্য বলে।

নৃত্য – ছন্দ ও মুদ্রা সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে।

সংগীত ও মানবজীবন পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের ভিতরের প্রবৃত্তির ওপর সংগীতের প্রভাব অপরিসীম। সংগীত অনুশীলনের দ্বারা মানুষের মনের সুপ্ত ভাব জাগ্রত হয়। আবার সংগীত দ্বারাই মানুষের অনুভূতি পরিমার্জিত হয়। কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার পাশাপাশি মনের হীন ভাবগুলো সংগীতের প্রভাবে দূর হয়; তার বদলে উদারতা মানুষের মনকে করে তোলে মহৎ। সংগীতের মাধ্যমে মানুষের কল্পনাশক্তির উন্মেষ ঘটে এবং সৃষ্টিশীলতার বিকাশ হয়। মনের সুকোমল ও সুকুমার বৃত্তিগুলোর ওপর সংগীতের প্রভাব জীবনকে করে তোলে মধুময়, জীবনে বয়ে আনে সম্পূর্ণতা।

সংগীত মানবজীবনের হাসি–কান্না, আনন্দ–বেদনা, সুখ–দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ। সংগীত সমাজের সব স্তরে পরিব্যাপ্ত। জীবনের উৎসবে সংগীত নিত্যসঙ্গী। আবেগ প্রকাশের মাধ্যম সংগীত। মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগীত মানবজীবনকে পরিশীলিত করে। এক অকৃত্রিম চেতনা জাগ্রত করে।

মানবজীবনে সংগীতের প্রভাব তাই মহামিলনের এক মহামন্ত্র।

স্বর পরিচয় :

সংগীতে ব্যবহৃত ৭টি শুদ্ধ স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। সংগীতের সাতটি স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম জানা ও শেখার পর শিক্ষক ক্লাসে স্বরের সম্পূর্ণ বা পুরো নাম বলবেন ও শেখাবেন। ৭টি স্বরের নাম নিম্নরূপ :

সা	=	ষড়জ বা খরজ
রে	=	ঋষভ বা রেখাব
গা	=	গান্ধার
মা	=	মধ্যম
পা	=	পঞ্চম
ধা	=	ধৈবত
নি	=	নিষাদ বা নিখাদ

সা থেকে নি পর্যন্ত এই ৭টি শুদ্ধ স্বরকে এককথায় 'সপ্তক' বলে। সংগীতে তিনটি সপ্তক রয়েছে, তা হলো উদারা বা মন্দ্র, মুদারা বা মধ্য এবং তারা বা তার।

সংগীতের ৭টি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে আবার ৫টি বিকৃত স্বর আছে। এর মধ্যে সা ও পা স্বর দুটি বাদে ৫টি স্বর বিকৃত। সেগুলো হলো :

রে	=	ঋা
গা	=	জ্ঞা
মা	=	হ্মা
ধা	=	দা
নি	=	ণা

আরোহণ ও অবরোহণ :

স্বরের ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্ব গতির নাম 'আরোহণ'। অর্থাৎ কোনো স্বর থেকে পরপর উপরের দিকে যাওয়ার নাম আরোহণ। যেমন : সা রে গা মা পা ধা নি র্সা। স্বরের ক্রমান্বয়ে নিম্নগতির নাম 'অবরোহণ'। অর্থাৎ উপরের স্বর থেকে পরপর নিচের দিকে যাওয়াকে অবরোহণ বলে। যেমন : র্সা নি ধা পা মা গা রে সা। আরোহণকে আরোহী এবং অবরোহণকে অবরোহী বলা হয়ে থাকে। নিচে আরোহণ ও অবরোহণের নমুনা দেখানো হলো।

আরোহণ : সা রে গা মা পা ধা নি র্সা।

অবরোহণ : র্সা নি ধা পা মা গা রে সা।

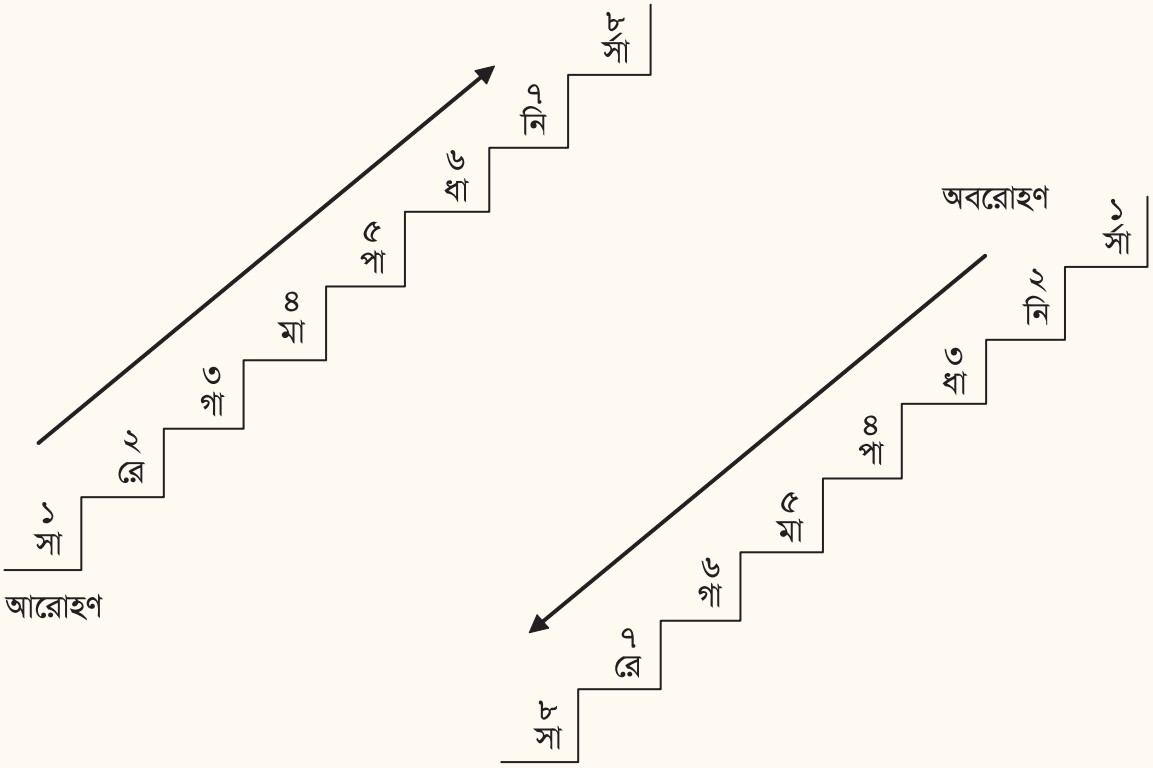

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত গানে নিচের দুটি তাল ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুটি তালের বিভক্তি ও বোল নিচে দেওয়া হলো :

কাহারবা তাল : ৪ + ৪ = ৮ মাত্রা

+				০			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	না

দাদরা তাল : ৩ + ৩ = ৬ মাত্রা

+			০		
১	২	৩	৪	৫	৬
ধা	ধি	না	না	তি	না

তালের ধারণা এবং প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত গানে ব্যবহৃত তালের বর্ণনা :

সংগীতে তাল শব্দের অর্থ হলো কাল পরিমাণ বা সময়ের মাপ। সংগীতে (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণকে তাল বলে। তালের সমান অংশ ও ভাগকে মাত্রা বলে। কতকগুলো মাত্রার সমষ্টি নিয়ে তাল গঠিত হয়। তাল সাধারণত দুই রকম। একটি সমপদী অপরটি বিষমপদী। অর্থাৎ সমান ছন্দ বা সমমাত্রায় যে ছন্দ, তা হলো সমপদী আর মাত্রা বিভাগ অসমান বা সমান না হলে তাকে বিষমপদী তাল বলা হয়।

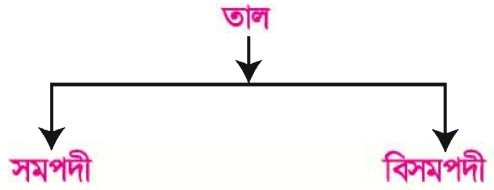

সমপদী তালের উদাহরণ : দাদরা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল।

বিসমপদী তালের উদাহরণ : তেওড়া, ঝাঁপতাল, রূপক, ঝম্পক।

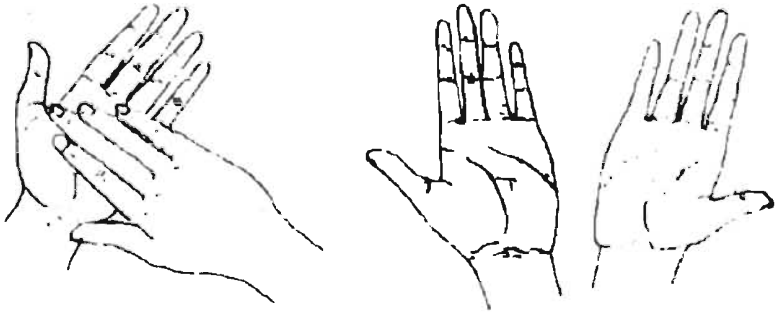

দুই হাতের তালি দুই হাত খোলা

তালের ছন্দ বিভাগকে তালি এবং খালি দিয়ে দেখাতে হয়, যা উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

গান কী এবং গানে ব্যবহৃত বিভিন্ন অংশের পরিচয় :

কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে কণ্ঠের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গান বলে। গান বলতে কণ্ঠসংগীতকে বোঝায়।

গানের অংশ :

গানের চারটি অংশ থাকে। যথা – অস্থায়ী বা স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ।

অস্থায়ী বা স্থায়ী : গানের প্রথম কলিকে অস্থায়ী বা স্থায়ী বলা হয়। স্থিতি অর্থে অস্থায়ী অর্থের উদ্ভব হয়েছে। গান আলাপ, গৎ প্রভৃতির আরম্ভ স্থায়ীতে। স্থায়ীর স্বরবিন্যাস মূলত মুদারা ও উদারা সপ্তকের মধ্যে হয়।

অন্তরা : গানের দ্বিতীয় কলিকে অন্তরা বলা হয়।

সঞ্চারী : গানের তৃতীয় কলিকে সঞ্চারী বলা হয়। অন্তরা ও আভোগের স্বরের মধ্যে সঞ্চারণ করে বলে গানের এই অংশের নাম সঞ্চারী দেওয়া হয়েছে।

আভোগ : গানের চতুর্থ কলিকে আভোগ বলা হয়। আভোগ গানের শেষ কলি। আভোগের স্বরবিন্যাস অনেকটা অন্তরার মতো।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি অনুসরণ পদ্ধতি :

স্বর

১. শুদ্ধ স্বর : স র গ ম প ধ ন

২. বিকৃত স্বর : কোমল র = ঋ, কোমল গ = জ্ঞ, কড়ি বা তীব্র ম = ক্ষ, কোমল ধ = দ এবং কোমল ন = ণ।

সপ্তক :

৩. উদারা বা মন্দ্র সপ্তক : স্বরের নিচে হসন্ত ‘্’ চিহ্ন থাকে। যথা– স্, র্, গ্, ম্, প্, ধ্, ন্

৪. মুদারা বা মধ্য সপ্তক : স্বরের উপরে বা নিচে কোনো চিহ্ন থাকে না। যথা– স, র, গ, ম,প, ধ, ন

৫. তারা বা তার সপ্তক : স্বরের মাথায় রেফ ‘র্’ চিহ্ন থাকে। যথা– র্স, র্র, র্গ, র্ম, র্প, র্ধ, র্ন

মাত্রা ঃ

৬. একমাত্রা = ।। যথা– সা, রা ইত্যাদি। অর্ধমাত্রা – সঃ, রঃ ইত্যাদি। দুটি অর্ধমাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা– সরা, রগা ইত্যাদি। তিনটি এক–তৃতীয়াংশ মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা– সরগা, রগমা ইত্যাদি। চারটি সিকি মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা সরগমা, রগমপা ইত্যাদি। এইরূপ এক মাত্রার মধ্যে যতগুলো স্বরই উচ্চারিত হোক না কেন, যথা– সরগমপধা ইত্যাদি, প্রত্যেক স্বরই সমান অংশে বিভক্ত। দুটো সিকি মাত্রা মিলে এক অর্ধ মাত্রা। যথা– সরঃ, রগঃ ইত্যাদি। একটি অর্ধমাত্রা এবং দুটি সিকি মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা– সঃ , রগঃ এবং রঃ, গমঃ। একটি দেড় মাত্রা এবং একটি অর্ধ মাত্রা মিলে দুই মাত্রা। যথা– সাঃ রঃ, গাঃ মঃ ইত্যাদি।

তাল চিহ্ন :

৭. মাত্রা সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছ বা পদে বিভক্ত। প্রত্যেক গুচ্ছ বা পদের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে +, ০, ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি চিহ্ন তালের বিভিন্ন বিভাগকে নির্দেশ করে। যোগ চিহ্নে ‘+’ সম ও ‘০’ চিহ্নে ফাঁক বুঝতে হবে।

৮. প্রতি তাল বিভাগের পর ছেদ চিহ্ন বা এক দাড়ি ‘।’ বসে এবং তালের প্রতি আবর্তনের শুরুতে একটি করে দণ্ড ‘I’ বসে। গানের স্থায়ীতে ও প্রত্যেক কলির আরম্ভে যুগল দণ্ড ‘II’ বসে। কিন্তু কোন কলির শেষে স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন না হলে উক্ত কলির শেষে ও তার পরবর্তী কলির শুরুতে দুটি দণ্ডের স্থলে শুধু একটি করে দণ্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয়, সেখানে দুটি জোড়া দণ্ড ‘II II’ বসে।

বিবিধ :

৯. স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্নস্বরূপ দুটি করে দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে যুগল দণ্ড 'II' এবং সেট শেষে দুটো জোড়া দণ্ড 'II II' থাকলেই স্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে, সেখান থেকে আরম্ভ করতে হবে।

১০. স্থায়ীর আরম্ভে যুগল দণ্ডের 'II' বাইরে গানের অংশ গান আরম্ভ করে একবার মাত্র গাইতে হয়। কেননা প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু " " এইরূপ উদ্ধৃতি চিহ্নের দ্বারা পুনঃপুনঃ লেখা হয়।

১১. কোনো স্বরের শিরোদেশে যুগ্ম–দাঁড়ি যথা– সা থাকলে, সেখানে থেমে গানের অন্য কলি ধরতে হবে এবং গান শেষ করার সময় এখানে শেষ করতে হবে।

১২. গুম্ফ–বন্ধনী '{ }' চিহ্ন থাকলে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। যথা– I { সা রা গা মা } I । এখানে সা রা গা মা এই চারটি স্বর দুবার গাইতে হবে। পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলো স্বর বাদ দিয়ে যাওয়ার চিহ্ন '( )' এই বক্র–বন্ধনী। যথা – I { সা রা গা মা } I । এখানে পুনরাবৃত্তিকালে গা ও মা বাদ যাবে।

১৩. পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হলে নিম্নোক্ত দুই প্রকারে লিখিত হয় :–

(ক) শিরোদেশে '[ ]' এই সরল বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলো লিখিত হয়ে থাকে।

[ন্া সা]

যথা – I { সা রা গা মা } I এখানে প্রথমবারে সা রা গা মা এবং দ্বিতীয়বারে ন্া সা গা মা গাইতে হবে।

(খ) বক্র–বন্ধনীস্থিত সুরের পরিবর্তন হলে তা বক্র বন্ধনীর পরে লেখা হয়।

যথা – I{সা রা (গা মা)}I মা পা I। এখানে প্রথমবারে সা রা গা মা এবং দ্বিতীয়বারে সা রা মা পা গাইতে হবে।

১৪. কলির শেষে যুগল দণ্ডের ও সবশেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে '[ ]' এই সরল বন্ধনী থাকলে, যথা – I [ ] I, II [ ] II ; স্থায়ীতে ফিরে এই সরল বন্ধনীস্থিত পরিবর্তিত সুর গাইতে হবে।

১৫. যখন একটি বা একাধিক স্বর বিরামহীনভাবে গাওয়া হয়, তখন সেই মাত্রা বা স্বরগুলোর বাম পার্শ্বে হাইফেন '–' চিহ্ন বসে। স্বরের নিচে গানের বাণী না থাকলে গানের পঙ্‌ক্তিতে শূন্য 'o' দেওয়া হয়।

যথা – সা –া –া –া অথবা, সা –রা –গা –মা

মা o o o আ o o o

১৬. একই স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারিত হলে সেই স্বরের বাম পার্শ্বেও হাইফেন '–' চিহ্ন বসে।
যথা – সা –সা –রা –রা অথবা, সা –রা –গা –মা
মা ০ ০ ০ গা ০ ০ ০

১৭. যখন লয় অব্যাহত রেখে এক বা একাধিক মাত্রায় সুরের স্তব্ধতা দেখাতে হয়, তখন সেই মাত্রা বা মাত্রাগুলোর বাম পার্শ্বে হাইফেন '–' চিহ্ন বসে না এবং গানের পঙ্‌ক্তিতে কোনো শূন্যও বসে না।
যথা – I মা –া –া –া া া া া I
যা য়

১৮. স্পর্শ সুর : কোনো মূল সুরের পূর্বে যদি কোনো আনুষঙ্গিক স্বর নিমেষকাল স্পর্শ করে মাত্র, তাহলে সে স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে মূল স্বরের বাম পার্শ্বে লেখা হয়। যথা – ^{গ}সা, ^{ম}রা ইত্যাদি। আবার, মূল স্বরের পরের কোনো স্পর্শ করার চিহ্ন হবে র^{গ} কিংবা ম^{র}।

১৯. মীড় : কোনো একটি স্বর হতে অন্য আর একটি স্বর বিশেষরূপে গড়িয়ে নেওয়াকে মীড় বলে।
মীড়ের চিহ্ন :

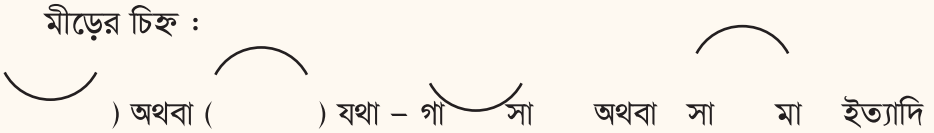

উচ্চারণ :

২০. স্বরলিপির ভিতরেও গানের প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হয়। গানের বাণীর উচ্চারণে হসন্ত '্' চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। যেমন – 'আমার' শব্দটিতে হসন্ত থাকা বা না থাকার কারণে এর দুরকম উচ্চারণ হয়। হসন্ত না থাকলে এর উচ্চারণ হবে 'আমারো' এবং হসন্ত থাকলে এর উচ্চারণ হবে 'আমার'।

স্বরলিপির ভিতরে গানের উচ্চারণে মাত্রাবিহীন এ–কার (ে) এবং মাত্রাযুক্ত এ–কার (ে) ব্যবহৃত হয়। মাত্রাবিহীন ে = এ এবং মাত্রাযুক্ত ে = অ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন – 'বেদনা' শব্দের এ–কার 'এ' এবং 'বেলা' শব্দের এ–কার অ্যা উচ্চারিত হবে। এ দুটি শব্দ স্বরলিপিতে যথাক্রমে 'বে দ না' ও 'বে লা' হয়। তেমনি 'খে লা' ও 'অ বে লা য়' এবং 'ম নে' ও 'অ কা র ণে' ইত্যাদি।

সংগীত জগতের কতিপয় সুর সাধকের ছবি

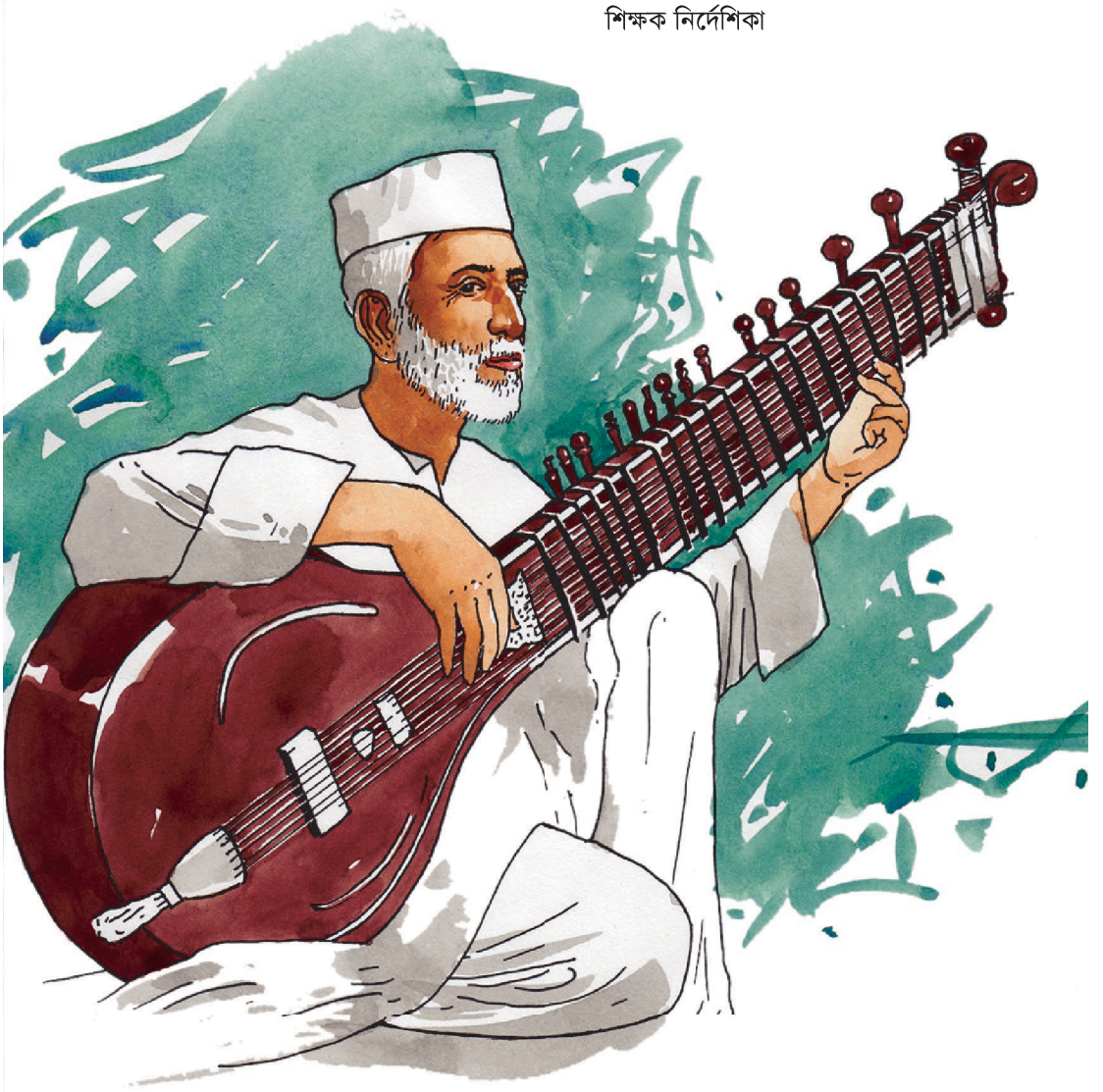

ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ (১৮৮৪–১৯৬৭)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার শিবপুর গ্রামে সংগীতের পারিবারিক পরিবেশে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর জন্ম। দশ বছর বয়স থেকে মেজো ভাই ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁর কাছে এবং পরে অগ্রজ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে তালিম নেন। মিঞা তানসেনের বংশধর ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর কাছে তিনি সুরবাহার যন্ত্রে তালিম নেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে রামপুর রাজ্যের সভাসংগীতজ্ঞ ছিলেন। শান্তিনিকেতনের বাদ্যযন্ত্র বিভাগের প্রধান হিসেবেও তিনি কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। পরে দেশে ফিরে এসে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন এবং শিষ্য তৈরি করেন। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁকে "প্রাইড অব পারফরমেন্স" ও বাংলাদেশ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় খেতাব "স্বাধীনতা দিবস" পুরস্কার (মরণোত্তর)–এ ভূষিত করেন।

ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন

ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন মাগুরা জেলার নাকোল গ্রামে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ২৪ পৌষ জন্মগ্রহন করেন। মুন্সী রইসউদ্দিন খুব ছোটবেলা থেকে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। আশেপাশের গ্রামের সকল সংগীতের আসরে তিনি গান শুনতে যেতেন এবং হুবহু তা তুলে নিতেন। ছাত্রজীবনে বিদ্যালয়ের সকল অনুষ্ঠানে গান গেয়ে তিনি প্রচুর প্রশংসা এবং পুরস্কার পেয়েছেন। উচ্চাঙ্গসংগীতে তিনি প্রথম পাঠ নেন তাঁর ফুফাতো ভাই সংগীত শিল্পী শামসুল হকের কাছে। পরে কয়েকজন প্রখ্যাত ওস্তাদের কাছে গান শেখেন। ১৯৫৫ সালে ওস্তাদ মুন্‌শী রইসউদ্দিন বুলবুল ললিতকলা একাডেমির সহ-অধ্যক্ষ এবং ১৯৬৪ সালে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সংগীত শিক্ষার্থীদের কাছে সংগীতকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁকে ‘প্রাইড অব পারফরমেন্স’ সম্মানে ভুষিত করে। ১৯৮৬ সালে তাঁকে মরনোত্তর ‘একুশে পদক’ প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১১ এপ্রিল ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন মৃত্যুবরণ করেন।

লায়লা আর্জুমান্দ বানু (১৯২৬–১৯৯৫)

প্রখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে রমনী মোহন ভট্টাচার্যের কাছে তাঁর সংগীতে হাতে খড়ি। তারপর আরো কয়েকজন ওস্তাদের কাছে গান শেখার পর ১৯৩৭ সালে ওস্তাদ গুল মোহাম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উচ্চাঙ্গসংগীত ছাড়াও তিনি পল্লিগীতির তালিম নেন পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন এবং মমতাজ আলী খানের কাছে। রবীন্দ্রসংগীত শেখেন গোপাল দাসগুপ্তর কাছে। তা ছাড়া তিনি নজরুল সংগীত, আধুনিক গান, গজল, ঠুমরি, হামদ, নাতসহ সব ধরনের গানে পারদর্শী ছিলেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকার সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সংগীতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ‘প্রাইড অব পারফরমেন্স’ খেতাবে ভুষিত করে। এ ছাড়া ১৯৬৮ সালে ইরানে সংগীত পরিবেশন করে শাহানশাহর করোনেশন স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু (১৯৩০–১৯৫৯)

ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর জন্ম কুমিল্লায় মামার বাড়িতে। শৈশবে তিনি পিতার কাছে বাঁশি শেখেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। জলসা থেকে গান শুনে এসে ঘরে বসে সেই গান হুবহু গাইতে পারতেন। রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ খসরুর গান শুনে মুগ্ধ হন এবং নাড়া বেঁধে তাঁকে শিষ্য করে নেন। পরবর্তী সময়ে আরো কয়েকজন বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে তিনি গান শেখেন। তিনি লক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত 'মরিস মিউজিক কলেজ'–এর উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি 'বুলবুল লতিকলা একাডেমি'র অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি 'বুলবুল লতিকলা একাডেমি' ও ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট শ্রেণির সংগীত সিলেবাস তৈরি করেন।

আবদুল আলীম (১৯৩১–১৯৭৫)

বিখ্যাত পল্লিগীতি শিল্পী আবদুল আলীমের জন্ম মুর্শিদাবাদে। ছোটবেলা থেকেই পালাপার্বণে গান গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরে সৈয়দ গোলাম ওলি এবং কানাইলাল শীলের কাছে গানের তালিম গ্রহণ করেন। কলম্বিয়া, হিজ মাস্টার্স ভয়েস, গ্রামোফোন কোম্পানি অব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তাঁর অসংখ্য গানের রেকর্ড বের হয়েছে। তিনি ঢাকার সংগীত মহাবিদ্যালয়ে পল্লিগীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ১৯৭৭ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৯৭ সালে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' লাভ করেন।

সংগীত বিষয়ের ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ছবি

মন্দিরা

মন্দিরা কাঁসার তৈরি। আকৃতি ছোট বাটির মতো। দুটো বাটি সাধারণত সুতার সাহায্যে আটকিয়ে রাখা হয়। দুই হাতে দুটো মন্দিরা নিয়ে পরস্পর আঘাত করে বাজাতে হয়।

তানপুরা

তানপুরা কোনো রাগ বা সুর সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় না, বরং সুর ধরে রাখার জন্য গান অথবা একক বাদনের সাথে তানপুরা বাজানো হয়। এর প্রথম তারটি মুদারা সপ্তকের 'প', পরের দুইটি মুদারা সপ্তকের 'স' এবং শেষের তারটি উদারা সপ্তকের 'স'। ডান হাতের দুইটি আঙুল দিয়ে পর্যায়ক্রমে তারগুলো বাজিয়ে গেলে এ থেকে সপ্তকের সাতটি সুরের একটি আবহ সৃষ্টি হয়।

সেতার

সেতারের নিচের অংশ বড় একটা শুকনো লাউ দিয়ে তৈরি হয়। লাউয়ের খোলের ওপরে পাতলা কাঠের আবরণ বসানো হয়, যাকে বলা হয় তবলী। ওপরের অংশ সেগুন অথবা মেহগনি কাঠের তৈরি, একে দণ্ড বলা হয়। এর ওপর ধাতুর তৈরি পর্দা বা ঘাট বা "ফ্রেট" বসানো থাকে। সাধার সেতারে সাতটি তার থাকে। তরফদার সেতারে আরো বারো-তেরোটি তার লাগানো হয়।

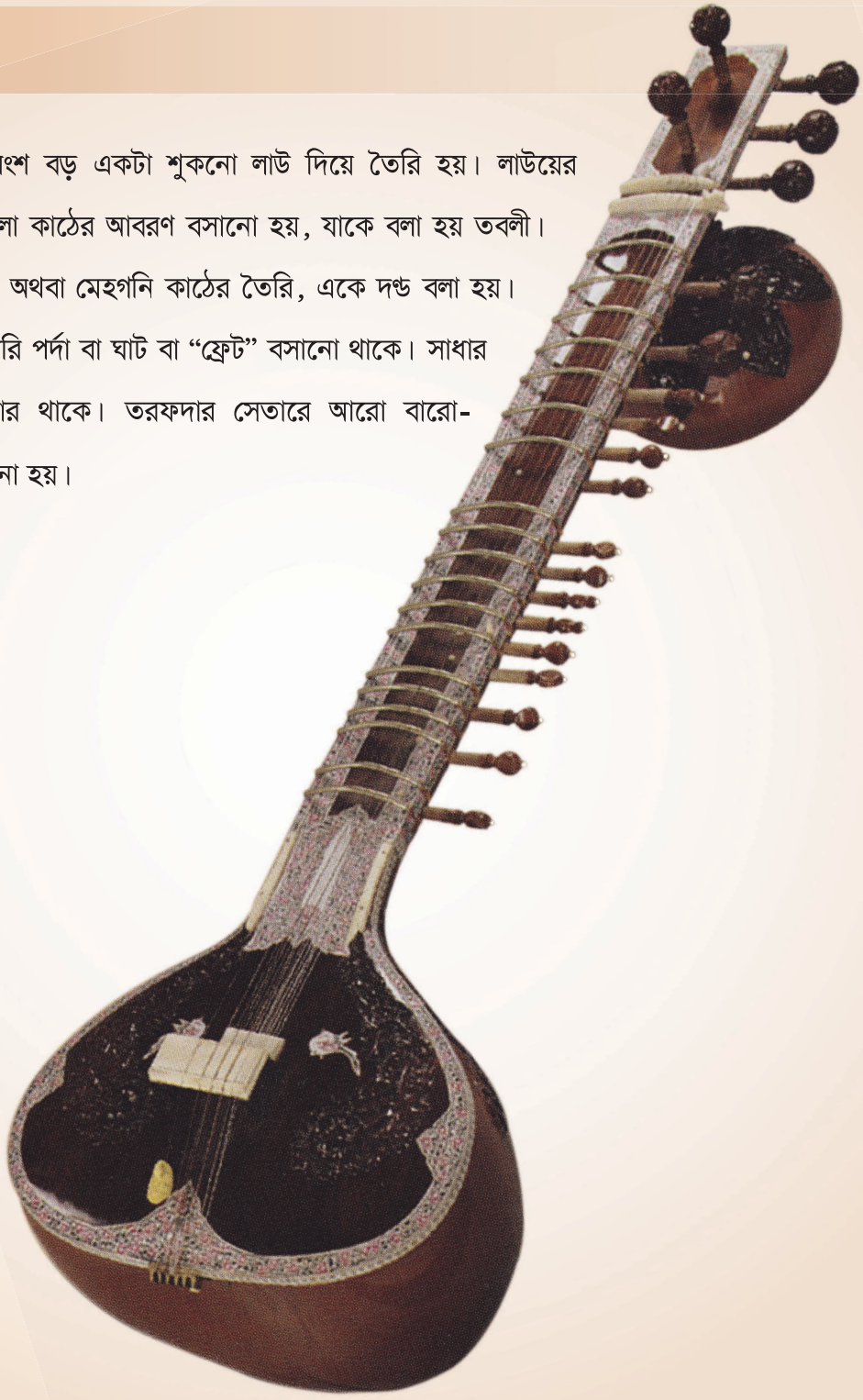

বেহালা

বেহালা তারের বাদ্যযন্ত্র। এটি ছড় দিয়ে বাজাতে হয়। বেহালার দেহ পাতলা কাঠের তৈরি। নিচের অংশ অর্থাৎ খোলটি ফাঁপা। এর ওপরে ওপরে দণ্ড বসানো হয়, দণ্ডের ওপর দিয়ে তার চলে যায়। বেহালায় তার থাকে চারটি। এগুলোর এক প্রান্ত খোলের নিচের প্রান্তে লাগানো টেলপিসে অটকানো থাকে। অপর প্রান্ত দণ্ডের শেষ প্রান্তে চারটি খুঁটির সাহায্যে জড়িয়ে রাখা হয়। বেহালার আগমন ইউরোপ থেকে হলেও আমাদের দেশের শহরে এবং গ্রামে সব ধরনের গানের সাথে বেহালার ব্যবহার খুবই জনপ্রিয়।

সারিন্দা

সারিন্দা একটি অতি প্রচলিত প্রাচীন লোকবাদ্যযন্ত্র। এটি ছড়ের সাহায্যে বাজাতে হয়। এর খোলটি একটু বিশেষ আকৃতির, অনেকটা পাখির মতো দেখতে। এর কিছু অংশে চামড়ার ছাউনি দেওয়া থাকে কিছু অংশ খোলা থাকে। এই যন্ত্রে তিনটা তার ব্যবহার করা হয়। তারগুলোর এক প্রান্ত খোলের নিচের দিকে লাগানো একটি আঙটায় বেঁধে নিতে হয়। অন্য প্রান্ত তিনটি খুঁটির সাহায্যে দণ্ডের শেষ মাথায় আটকানো হয়।

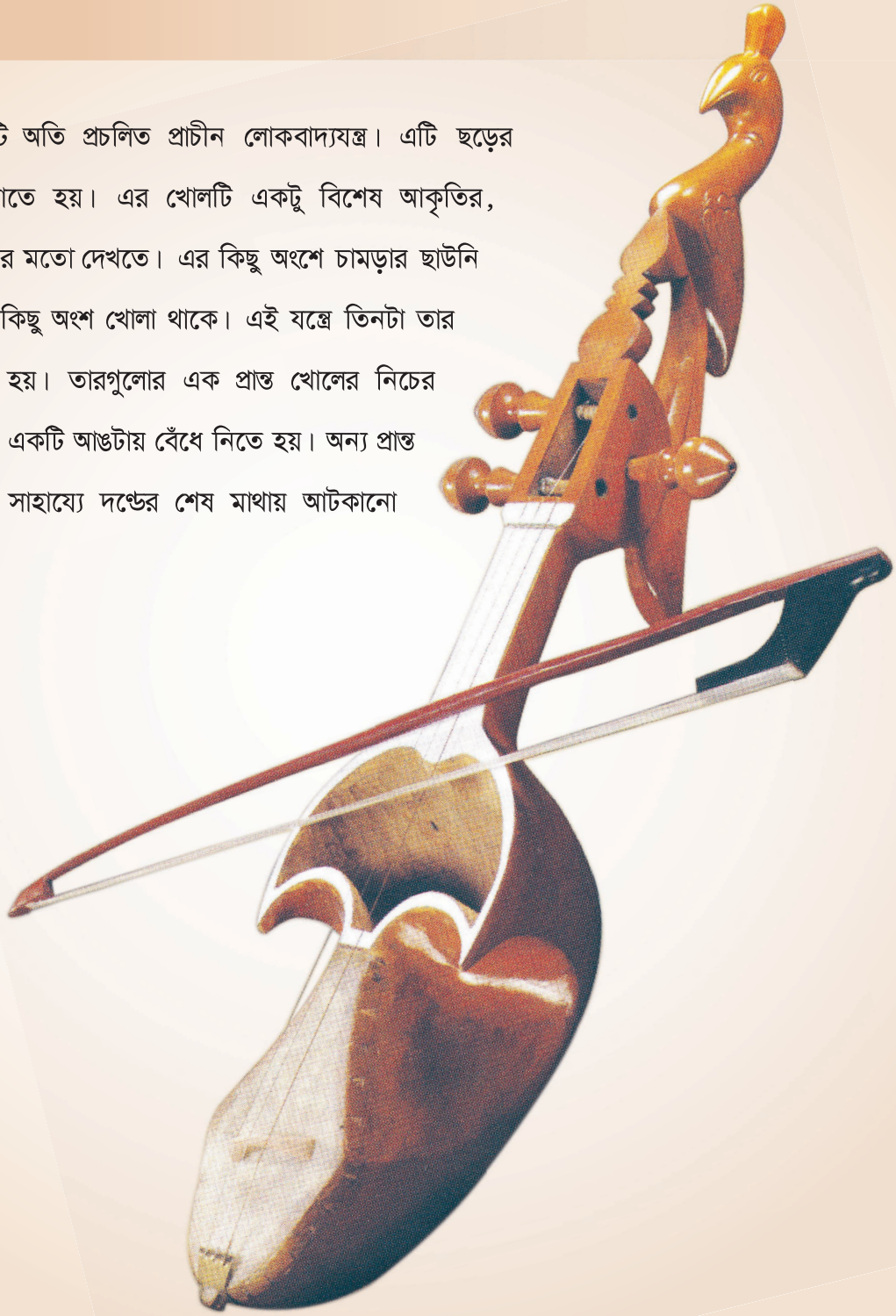

খোল

খোল অনেকটা ঢোলের মতো। তবে তুলনামূলকভাবে সরু আকৃতির। ঢোলের চেয়ে খোলের আওয়াজ তীক্ষ্ণ। বাউল অঙ্গের গানের সাথে খোল বেশি বাজানো হয়।

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন গানের বাণী ও স্বরলিপি

জাতীয় সংগীত

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তাল : দাদরা

পূর্ব বাংলার নাম একসময় পাল্টিয়ে রাখা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। এ দেশের মানুষের অন্তর কেঁদে উঠেছিল প্রিয় বাংলাদেশের নাম নিয়ে এই টানাহেঁচড়ায়। তাই আন্দোলনের সময় আপন সত্তাকে স্মরণ করে মিছিলে মানুষের গলায় গান বেজে উঠল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানে গাওয়া হতো এই গান, সভা-সমিতিতে এই গান গাওয়া তখন রেওয়াজ হয়ে উঠল। তারপর স্বাধীনতাযুদ্ধে এই গান হলো বাংলাদেশের মানুষের প্রেরণার উৎস। তারই ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে সাব্যস্ত হলো এই গানখানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানটিতে এ দেশের মানুষের অন্তরের কথা স্থান পেয়েছে। আর এই গানের সুরে মিশে আছে বাংলাদেশের এক বাউল গানের সুর। 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটি গেয়ে চিঠি বিলি করত শিলাইদহ এলাকার ডাকঘরের গগন হরকরা। এ গানের সুরে মোহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সুরের আদর্শে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' – দেশপ্রেমের এই গানটি বাঁধলেন। বাংলাদেশের প্রকৃতির বর্ণনা বাউল সুরের আকুল টানে দেশের জন্য ভালোবাসার আবেগে ভরে উঠেছে।

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে জাতীয় সংগীত গাইতে হয়– এ কথাগুলো শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে। এই গানটি গাইবার সময় হাত–পা নাড়ানো বা শরীর দুলানো চলবে না। মধ্যম লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

জাতীয় সংগীত গাইবার সময় 'বাঁশি' আর 'আঁচল' শব্দের চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ, ফাগুনের 'ফ' এবং 'দেখেছি', 'বিছায়েছ' বলতে 'ছ'– এর ঠিক উচ্চারণ করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে,
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

মা পা II গা মা –গমগা | রা –সা –রসা I [স]ণ্া –ধ্া –া | –া ধ্া ণ্া I
আ মার্ সো না ০০র্ বা ০ ০ঙ লা ০ ০ ০ আ মি

I সা সরা –গমা | –গমগা রসা রসা I ণ্া সা –া | –রা –া [–রগ]রা I
তো মা০ ০০ ০০য়্ ভা০ লো০ বা সি ০ ০ ০ ০

I –সা –া সা | সা সা –া I রমা মা –া | পা পা –া I
০ ০ চি র দি ন্ তো০ মা র্ আ কা ০

I –া –া সা | সা সা –া I রমা মা –া | পা পা –মা I
০ শ্ চি র দি ন্ তো০ মা র্ আ কা শ্

I পা পা –ধণা | ধা পা –মা I পা পা –ধণা | ᵖধা পা –া I
তো মা ০র্ | বা তা স | আ মা ০র্ | প্রা ণে ০

I –া –া –া | –া ᵖর্সা র্সর্রা I ᵑর্সা ণা –া | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ | ০ ও মা০ | আ মা র্ | প্রা ণে ০

I মপা ᵐগা –া | মা গমা –পা II
বা০ জা য়্ | বাঁ শি০ ০

–া –া মা গা II {(মা ধা –া | ধা ধা –না I র্সা র্সা –র্রর্গা | র্রা র্সা –র্রর্সা I
০ ০ ও মা ফা গু ০ | নে তো র্ | আ মে ০র্ | ব নে ০০

I না র্সা নধা | –া ধা না I না র্সা –া | –র্রা –র্সর্রর্গা –র্রা I
ঘ্রা ণে ০০ | ০ পা গল্ | ক রে ০ | ০ ০০০ ০

I–র্সা –া –া | –া (না না I না –া –া | র্সা –া –া I
০ ০ ০ | ০ ম রি হা | ০ ০ | ০ ০ য়্

I নর্সা –নর্রা র্সা | ণা ধা –পমা)} I না না | না –র্সা র্সা | র্সা র্সা –র্রা I
হা০ ০য়্ রে | ও মা ০০ | ও মা অ ০ ঘ্রা | ণে তো র্

I ণর্সা ণা –া | ধা পা –মা I পা –ণা ণা | ধা পা –া I
ভ০ রা ০ | ক্ষে তে ০ | কী ০ দে | খে ছি ০

I –া –া –া | –া র্সা র্সর্রা I ণর্রা –া ণা | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ | ০ আ মি০ | কী০ ০ দে | খে ছি ০

I মপা ᵐগা –া | মা গমা –পা II
ম০ ধু র | হা সি০ ০

II –া –া সা | সা রসা –ণ্া I ণ্া –া সরা | সা ণ্ধ্া –া I
০ ০ কী | শো ভা০ ০ কী ০ ছা০ | য়া গো০ ০

I –া –া ধ্া | ধ্া ধ্া –ণ্া I সা –গা গা | গা গমা –পা I
০ ০ কী | স্নে হ ০ কী ০ মা | য়া গো০ ০

I –মপমা –গা গমা | গা রসা –রা I গা গা –া | মা পা –ধপা I
০০০ ০ কী০ | আঁ চ০ ল্ বি ছা ০ | য়ে ছ ০০

I মা গা –রসা | সা গা –া I গা মা –গা | রা সা –রসা I
ব টে ০র্ | মূ লে ০ ন দী র্ | কূ লে ০০

I ণ্া সা –া | –রা –সরগা –রা I –সা –া –া | –া মা গা I
কূ লে ০ | ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ | ০ মা তোর্

I{ মা ধা –া | ধা ধা –না I র্সা র্সা –র্রর্গা | র্রা র্সা –র্রর্সা I
মু খে র্ | বা ণী ০ আ মা ০র | কা নে ০০

I না র্সা –নধা | –া ধা না I না র্সা –া | –র্রা –র্সর্রর্গা –র্রা I
লা গে ০০ | ০ সু ধার্ ম তো ০ | ০ ০০০ ০

I –র্সা –া –া | –া (না না I না –া –া | –র্সা –া –া I
০ ০ ০ | ০ ম রি হা ০ ০ | ০ ০ য়্

I নর্সা –নর্রা র্সা | ণা ধা –পমা)} I না না | না না র্সা | র্সা র্সা –র্রা I
হা০ ০য় রে | মা তো ০র্ মা তোর্ | ব দ ন্ | খা নি ০

I ণর্সা ণা –া | ধা পা –মা I পা পা –ধণা | ণধা পা –া I
ম০ লি ন্ | হ লে ০ আ মি ০০ | ন০ য় ০

I –া –া –া | –া র্সা র্সর্রা I ণর্সা ণা –া | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ | ন্ ও মা০ আ০ মি ০ | ন য় ন্

I মপা ᵐগা –া | মা গমা –পা II II
জ০ লে ০ | ভা সি০ ০

শহিদ দিবসের গান

কথা : আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
সুর : শহিদ আলতাফ মাহমুদ
তাল : দাদরা

বাঙালি মায়ের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে শহিদ বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলেছিলেন। তাঁদের সেই আন্দোলন আর আত্মত্যাগের ফলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছিল। আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পেছনে আছে সেদিনের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহিদদের দেশপ্রেম। আজো আমরা প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে স্মরণ করি সেই ভাইদের। স্মরণ করি আমাদের মায়ের শোকের অশ্রুধোয়া ঐ দিনটিকে। বাংলা ভাষাপ্রেমিক ভাইদের রক্তে রঞ্জিত এই একুশে ফেব্রুয়ারি চিরস্মরণীয়। বছর বছর সেই দিন আমাদের কাছে নতুন হয়ে ফিরে আসে স্বজন হারানোর শোক বহন করে। বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার অমর স্মৃতি হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র নিয়ে রচিত হয়েছে এই গানটি। আরো খানিকটা অংশও সুরে গাওয়া হয়। কিন্তু এখানে যে চরণ দেওয়া হয়েছে, সেটুকুই ফিরে ফিরে গাওয়া হয় একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এ গানে সুর দিয়েছিলেন শহিদ আলতাফ মাহমুদ। তিনিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যান।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত এই গানটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জানা উচিত। গানটি শোকের কান্নার মতো একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে প্লাবিত করে। ধীর লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

ফেব্রুয়ারি উচ্চারণে ইংরেজি 'f'–এর উচ্চারণ বজায় রাখা হয়। 'রাঙানো' শব্দটিকে 'রাংগানো' বলা হয় না। গানের বাণীতে 'ভ', 'ছ', 'ড়' ধ্বনিগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

II {	^সগা	গা	–া	|	গা	গা	–া	I	গা	–মরা	রসা	|	সধ্া	ধ্প্া	প্া	I
	আ	মা	র		ভাই	য়ে	র		র	০ক্	তে০		রা০	ঙা০	নো	
I	প্া	প্রা	রা	|	রা	–া	গরসা	I	রগা	গা	–া	|	–া	–া	–া	I
	এ	কু০	শে		ফে	ব	রু০০		য়া০	রি	০		০	০	০	
I	প্া	প্গা	গরা	|	রা	রা	রগা	I	রসা	–া	–া	|	সা	–া	–া	} II
	আ	মি০	কি০		ভু	লি	তে০		পা০	০	০		রি	০	০	
II {	রমা	মা	মা	|	মা	মা	মা	I	মপা	পধাঃ	–গঃ	|	গা	–া	গা	I
	ছে০	লে	হা		রা	শ	ত		মা০	য়ে০	র্		অ	শ্	রু	
I	গা	গমা	রা	|	রা	–া	সন্া	I	ন্রা	রা	–া	|	–া	–া	–া	I
	গ	ড়া০	এ		ফে	ব	রু০		য়া০	রি	০		০	০	০	
I	প্া	প্গা	গরা	|	রা	রা	রগা	I	রসা	–া	–া	|	সা	–া	–া	} II
	আ	মি০	কি০		ভু	লি	তে০		পা০	০	০		রি	০	০	

II	গপা	পা	–া	|	পধা	পা	–া	I	পধা	পা	–া	|	পধা	–গা	গা	I
	আ০	মা	র		সো০	না	র		দে০	শে	র্		র০	ক্	তে	

I	মধা	ধা	ধা	|	ধা	–া	নধপা	I	ধনা	না	–া	|	–া	–া	–া	I
	রা০	ঙা	নো		ফে	ব	রু০০		য়া০	রি	০		০	০	০	

I	না	না	না	|	না	নর্সা	ধা	I	নর্সা	র্সা	–া	|	–া	–া	–া	II II
	আ	মি	কি		ভু	লি০	তে		পা০	রি	০		০	০	০	

হামদ

কথা ও সুর : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
তাল : কাহারবা

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা খোদার প্রশস্তিমূলক এই গানটিতে মানুষের সরল ভক্তি মেশানো কৃতজ্ঞতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য আলো, বাতাস আর মানুষের ভোগের জন্য ফুল, ফল, পানীয় শষ্যসম্ভার ছাড়াও আত্মীয়–পরিজনের মমতা মাখানো পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা। এ ছাড়া আরও দুটি দানের কথা ভক্ত কৃতজ্ঞ মনে উল্লেখ করেছেন, একটি আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, অপরটি জীবনযাপনের নীতিনির্দেশক পবিত্র কোরানের বাণী। আত্মনিন্দার ভিতর দিয়ে দৈন্য স্বীকার করা হয়েছে, বলা হয়েছে আমরা পদে পদে খোদার হুকুম অবহেলা করি, তবু তাঁর করুণার ধারা অবিরাম।

কাজী নজরুল ইসলামের এই গানটিতে বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যমলয়ের এই গানটি ৪ + ৪ = ৮ মাত্রা কাহারবা তালে নিবদ্ধ।

‘ফুল’, ‘ফল’, ‘ফসল’ ইত্যাদি উচ্চারণের সময় ‘ফ’ – এর বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। ‘তোমার’, ‘খোদা’, ‘রোজ’, ‘কোরান’ ইত্যাদি শব্দগুলো উচ্চারণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এগুলো ‘তুমার’, ‘খুদা’, ‘রুজ’, ‘কুরান’ – এর মতো না শোনায়।

এই সুন্দর ফুল্ সুন্দর ফল্ মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী
শস্য শ্যামল ফসল্ ভরা মাটির ডালি খানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥

তুমি কতই দিলে রতন, ভাই বেরাদার্ পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলে অন্ন যোগাও, মানি চাই না মানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥

খোদা তোমার হুকুম তরক্ করি, আমি প্রতি পায়্
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায়।

শ্রেষ্ঠ নবি দিলে মোরে, তরিয়ে নিতে রোজহাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে, পাক্ কোরানের বাণী
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥

সা –া II সা –রা রা –গা | সা –া –া –া I সা –রা রা –গা | সা –া –া –া I
এ ই সু ন্ দ র্ ফু ল্ ০ ০ সু ন্ দ র্ ফ ল্ ০ ০

I –া –া গা গা | –া মা পা –ধা I মা –পা পা –া | –া মা গা –মা I
০ ০ মি ঠা ০ ন দী র্ পা ০ নি ০ ০ খো দা ০

I –রগা –া গা গা | –মা গা রাঃ –সঃ I সা –া সা –া | –া –া সা –া I
০০ ০ তো মা র্ মে হে র বা ০ ণী ০ ০ ০ এ ই

I পা –ধা –া ধা | ধা –া নধা –পা I পা –ধা পধা –না | –া ধা পা –া I
শ ০ ০ স্য শ্যা ০ ম০ ল্ ফ ০ স০ ল্ ০ ভ রা ০

I –া –া সা সা | –রা রা রা – গা I মা –পা পা –া | –া মা গা –মা I
০ ০ মা টি র্ ডা লি ০ খা ০ নি ০ ০ খো দা ০

I –[র]গা –া গা গা | –মা গা রা –সা I [র]সা –া সা –া | –া –া সা –া II
০ ০ তো মা র্ মে হে র্ বা ০ ণী ০ ০ ০ "এ ই"

II –া –া পা পা | –া ধা ধা – র্সা I র্সা –া র্সা –া | –া র্সা র্রর্সা –া I
০ ০ তু মি ০ ক ত ই দি ০ লে ০ ০ র ত ন্

I –া না –া র্সা | না –ধা নধা –পা I পা –ধা পধা –না | –র্সনা ধা পা –া I
০ ভা ই বে রা ০ দা০ র্ পু ০ ত্র০ ০ ০০ স্ব জ ন

I –া –া পা পা | –ধা পা মা –গা I রা –গা গা –া | –ম্গা রা সা –া I
০ ০ ক্ষু ধা ০ পে লে ই অ ন্ ন ০ ০ যো গা ও

I –া –া সা সা | –রা রা –া গা I মা –পা পা –া | –া মা গা –মা I
০ ০ মা নি ০ চা ই না মা ০ নি ০ ০ খো দা ০

I –র্গা –া গা গা | –মা গা রাঃ –সঃ I র্সা –া সা –া | –া –া সা –া II
০০ ০ তো মা র্ মে হে র্ বা ০ ণী ০ ০ ০ “এ ই”

সা সা II –া –া সা সা | –ণ্া ণ্া ধ্া –প্া I প্া –ধ্া ধ্া – সা | –া সা সা –া I
খো দা ০ ০ তো মা র্ হু কু ম্ ত ০ র্ ০ ক্ ক রি ০

I –া –া ধ্া সা | –া রা গা –মা I রা –গা –া –া | –া –া গা গা I
০ ০ আ মি ০ প্র তি ০ পা ০ ০ ০ ০ য়্ ত বু

I গা –মা গমা –পা | –া পা ধপা –মা I মা – পা মপা –ধা | –া ধা নধা –পা I
আ ০ লো০ দি ০ দি য়ে০ ০ বা ০ তা০ স্ ০ দি য়ে০ ০

–া –া
I পা –ধা পধা না | –া ধা নধা –া I পা –া –া –া | –া –া (সা সা) I
বাঁ ০ চা০ ও ০ এ বান্ ০ দা ০ ০ য়্ ০ ০ খো দা

I পা –গা –া গা | পা –ধা ধর্সা –া I পা –ধা ধর্সা –া | –া র্সনা র্সা –া I
শ্রে ০ ষ্ ঠ | ন ০ বী০ ০ দি ০ লে০ ০ ০ মো০ রে ০

I –া না না র্সা | না –ধা নধা –পা I পধা –না –া র্সনা | ধা –পা পা –া I
০ ত রি য়ে | নি ০ তে০ ০ রো০ ০ জ্ হা০ শ ০ রে ০

I –া ম্পা –া পা | পা –া ধ্পা –মা I –া মা –া ধপা | পাঃ মঃ –মা –া I
০ প থ্ না | ভু ০ লি ০ ০ তা ই তো০ দি লে ০ ০

I –া গা –া মা | গা –রা রাঃ –সঃ I সা –রা রা –পা | –া মা গা –মা I
০ পা ক্ কো | রা ০ নে র্ বা ০ ণী ০ ০ খো দা ০

I –র্গা –া গা গা | –মা গা রা –সা I র্সা –া সা –া | –া –া সা –া II II
০ ০ তো মা | র্ মে হে র্ বা ০ ণী ০ ০ ০ “এ ই”

প্রার্থনা সংগীত

কথা ও সুর : বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাল : একতাল

ভজনাঙ্গের এই গানটিতে স্রষ্টার বিভিন্ন সৃষ্টিকে বন্দনার মাধ্যমে হিংসা–বিদ্বেষহীন একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টি একমাত্র স্রষ্টারই অবদান। স্রষ্টার সকল সৃষ্টিই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে রত। স্রষ্টার আশীর্বাদ হিসেবে মানবতার কল্যাণে যা কিছু প্রয়োজন তা এই পৃথিবীতে করা হয়েছে সহজলভ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রার্থনা সংগীতটিতে সৃষ্টিকর্তার এই অসীম করুণার দানকে সম বন্টনের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। গানটি ৩ + ৩ + ৩ + ৩ = ১২ মাত্রার একতালে নিবদ্ধ।

গানটিতে ‘মঙ্গালালোকে’ উচ্চারণের সময় ‘মোঙ্গালালোকে’ এবং ‘সত্য’ উচ্চারণের সময় ‘সততো’ উচ্চারিত হবে। ‘ফুল’ শব্দে ‘ফ’ – এর উচ্চারণ ঠিকমতো হওয়া চাই। ‘উদ্ভাসিত’, ‘শোভা’, ‘ভক্তি’, ‘ভূমাষ্পদ’ প্রভৃতি শব্দে ‘ভ’ এর উচ্চারণ যেন ‘ব’ এর মত না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে বিরাজ
সত্য সুন্দর ॥

মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন–মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥

গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ॥

ধরণী’–পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা
ফুলপল্লব–গীতগন্ধ–সুন্দর–বরণে ॥

বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতনধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥

স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপহরণে ॥

জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দ করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

	২			৩			০			১			
II	গা	–া	–া	গা	–া	গা	গা	–া	–া	রা	–া	–া	I
	আ	০	০	ন	ন্	দ	লো	০	০	কে	০	০	

	২			৩			০			১			
I	গা	–া	পা	মা	–া	–া	মা	–া	–ধা	পা	–া	–া	I
	ম	ঙ্	গ	লা	০	০	লো	০	০	কে	০	০	

	২			৩			০			১			
I	সা	–া	–া	রা	–া	–া	র্গা	–া	–া	–া	–া	–রসা	I
	বি	০	০	রা	০	০	জ	০	০	০	০	০০	

	২			৩			০			১		‖	
I	সা	–া	গা	রা	–া	ন্া	সরসা		–া –া	–া	–া	–া	II
	স	০	ত্য	সু	ন্	দ	র০০	০	০	০	০	০	

	২			৩			০			১			
	[রা]												
II	সা	সা	সা	–া	ন্া	সা	রা	–া	রা	–া	সা	ন্া	I
	ম	হি	মা	০	ত	ব	উ	দ্	ভা	০	সি	ত	

	২			৩			০			১			
I	গা	গা	–া	গা	মা	পা	মপা	–মা	গা	–া	–া	–া	}I
	ম	হা	০	গ	গ	ন	মা০	০	ঝে	০	০	০	

	২			৩			০			১			
I	পা	–া	পা	পা	পা	ক্ষা	পা	পা	পা	–া	পা	ক্ষা	I
	বি	০	শ্ব	জ	গ	ত	ম	ণি	ভূ	০	ষ	ণ	

	২			৩			০			১			
I	পা	–া	পা	ক্ষা	পা	ধা	পা	–া	–া	–া	–া	–মা	II
	বে	ষ্	টি	ত	চ	র	ণে	০	০	০	০	০	

	২			৩			০			১			
	[রা]												
II	সা	সা	সা	–া	ন্া	সা	রা	–া	রা	রা	সা	ন্া	I
	গ্র	হ্	তা	০	র	ক	চ	ন্	দ্র	ত	প	ন	

	২			৩			০			১			
I	গা	–া	গা	গা	মা	পা	মপা	–মা	গা	–া	–া	–া	}I
	ব্যা	০	কু	ল	দ্রু	ত	বে০	০	গে	০	০	০	

	২			৩			০			১			
I	পা	পা	পা	পা	–া	ক্ষা	পা	পা	পা	পা	–া	ক্ষা	I
	ক	রি	ছে	পা	০	ন	ক	রি	ছে	স্না	০	ন	

	২			৩			০			১			
I	পা	–া	পা	ক্ষা	পা	ধা	পা	–া	–া	–া	–া	–মা	II
	অ	০	ক্ষ	য়	কি	র	ণে	০	০	০	০	০	

	২			৩			০			১			
	[রা]												
II	সা	সা	সা	–া	ন্া	সা	রা	রা	রা	–া	সা	ন্া	I
	ধ	র	ণী	০	প	র	ঝ	রে	নি	র্	ঝ	র	

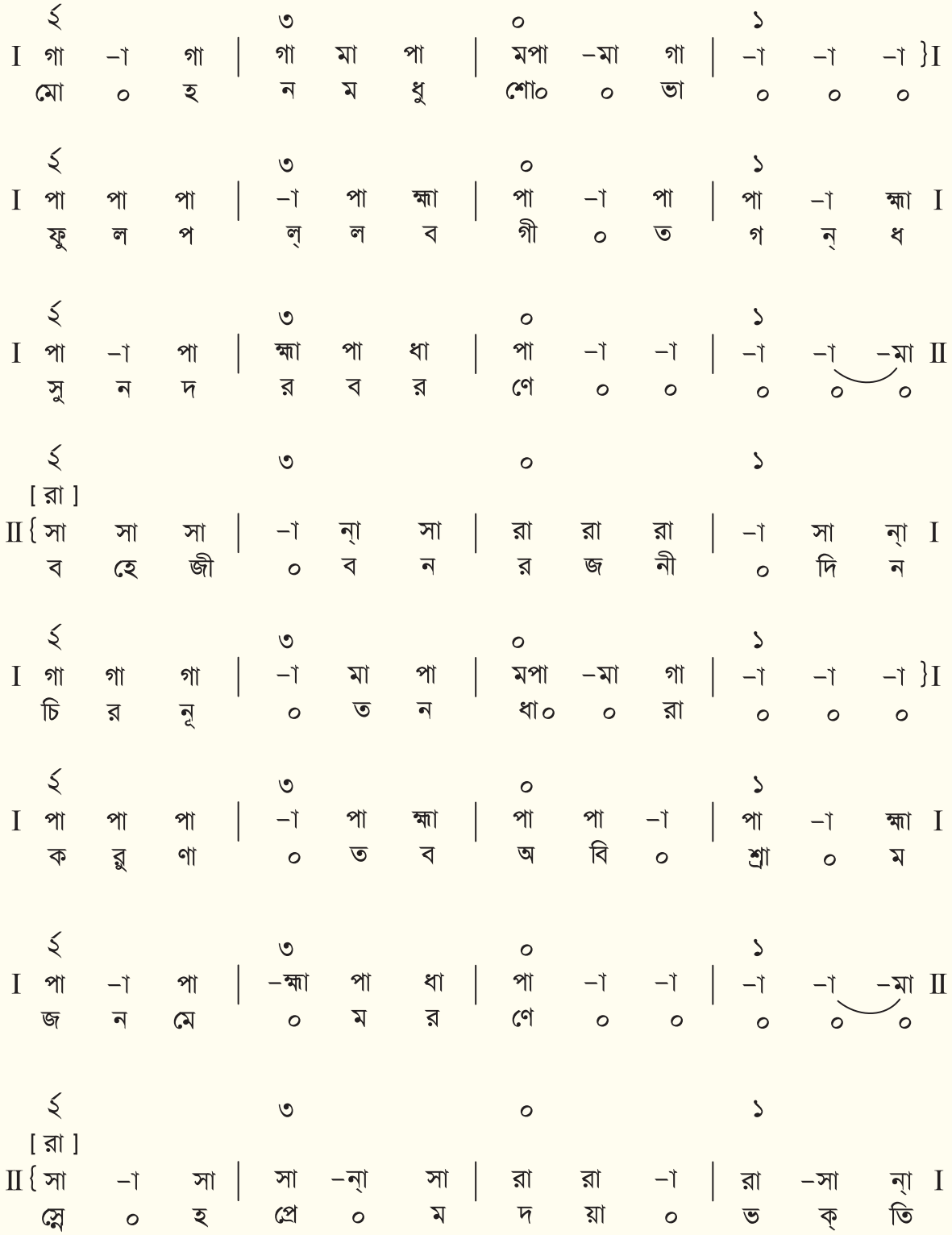
২ ৩ ০ ১
I গা –া গা | গা মা পা | মপা –মা গা | –া –া –া }I
মো ০ হ | ন ম ধু | শো০ ০ ভা | ০ ০ ০
২ ৩ ০ ১
I পা পা পা | –া পা ক্ষা | পা –া পা | পা –া ক্ষা I
ফু ল প | ল্ ল ব | গী ০ ত | গ ন্ ধ
২ ৩ ০ ১
I পা –া পা | ক্ষা পা ধা | পা –া –া | –া –া –মা II
সু ন দ | র ব র | ণে ০ ০ | ০ ০ ০
২ ৩ ০ ১
[রা]
II{ সা সা সা | –া ন্া সা | রা রা রা | –া সা ন্া I
ব হে জী | ০ ব ন | র জ নী | ০ দি ন
২ ৩ ০ ১
I গা গা গা | –া মা পা | মপা –মা গা | –া –া –া }I
চি র নূ | ০ ত ন | ধা০ ০ রা | ০ ০ ০
২ ৩ ০ ১
I পা পা পা | –া পা ক্ষা | পা পা –া | পা –া ক্ষা I
ক রু ণা | ০ ত ব | অ বি ০ | শ্রা ০ ম
২ ৩ ০ ১
I পা –া পা | –ক্ষা পা ধা | পা –া –া | –া –া –মা II
জ ন মে | ০ ম র | ণে ০ ০ | ০ ০ ০
২ ৩ ০ ১
[রা]
II{ সা –া সা | সা –ন্া সা | রা রা –া | রা –সা ন্া I
স্নে ০ হ | প্রে ০ ম | দ য়া ০ | ভ ক্ তি

	২			৩			০			১			
I	গা	–া	গা	গা	মা	পা	মপা	–মা	–গা	–া	–া	–া	}I
	কো	০	ম	ল	ক	রে	প্রা০	০	০	০	০	ণ্	

	২			৩			০			১			
I	পা	পা	পা	–া	পা	ক্ষা	পা	পা	পা	–া	পা	ক্ষা	I
	ক	ত	সা	ন্	ত্ব	ন	ক	রো	ব	র্	ষ	ণ	

	২			৩			০			১			
I	পা	–া	পা	ক্ষা	পা	ধা	পা	–া	–া	–া	–া	–মা	II
	স	ন্	তা	প	হ	র	ণে	০	০	০	০	০	

	২			৩			০			১			
	[রা]												
II{	সা	সা	সা	–া	ন্া	সা	রা	রা	রা	–া	সা	ন্া	I
	জ	গ	তে	০	ত	ব	কী	ম	হো	ৎ	স	ব	

	২			৩			০			১			
I	গা	–া	গা	গা	মা	পা	মপা	–মা	গা	–া	–া	–া	}I
	ব	ন্	দ	ন	ক	রে	বি০	০	শ্ব	০	০	০	

	২			৩			০			১			
I	পা	–া	পা	–া	পা	ক্ষা	পা	–া	পা	–া	পা	ক্ষা	I
	শ্রী	০	স	ম্	প	দ	ভূ	০	মা	স্	প	দ	

	২			৩			০			১			
I	পা	–া	পা	ক্ষা	পা	ধা	পা	–া	–া	–া	–া	–মা	IIII
	নি	র্	ভ	য়	শ	র	ণে	০	০	০	০	০	

মুক্তিযুদ্ধের গান

কথা : আবুল কাসেম সন্দ্বীপ
সুর : সুজেয় শ্যাম
তাল : তাল ফেরতা (কাহারবা/দাদরা)

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করতে ১৯৭১ সালে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতাসংগ্রাম। দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লাখো লাখো মুক্তিকামী জনতা। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে বীরদর্পে বুকের রক্ত ঢেলে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অর্জন আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জোগানোর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল অনেক মুক্তিযুদ্ধের গান। 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি' গানটি তারই একটি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বহুল প্রচারিত এই গানটি মুক্তিযোদ্ধাদের মনে জুগিয়েছে অসীম সাহস ও উদ্দীপনা। গানটিতে জীবনপণ করে রক্তের বদলে দেশকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। গানটিতে সংকটময় মুহূর্তে সকলের মাঝে একতা ; রক্ত ও অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে মুক্ত স্বাধীন দেশ গড়ার দৃপ্ত মনষ্কামের কথা ব্যক্ত হয়েছে। গানটির মাধ্যমে শিশুদের মন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। মিশ্র (মধ্যম ও দ্রুত) লয়ের এই গানটি ৪ + ৪ = ৮ মাত্রা কাহরবা এবং ৩ + ৩ = ৬ মাত্রা দাদরা তালে নিবন্ধ।

এ গানটিতে 'রক্ত', 'মুক্তি', 'তুচ্ছ' প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তাক্ষর রয়েছে। যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষরটি হসন্ত সহযোগে জোরদারভাবে উচ্চারণ করতে হবে। 'লড়ছি' এবং 'গড়েছি' শব্দ দুটির উচ্চারণে 'ড়' উচ্চারণ স্পষ্ট ও জোরালো হতে হবে। 'র'–এর মতো হবে না। মনে রাখতে হবে 'ড়' উচ্চারণ করার সময় জিভের ডগা উল্টে নিয়ে তলার দিকটা মাড়িতে আঘাত করে উচ্চারণটি করতে হবে।

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম
মুক্তিছাড়া তুচ্ছ মোদের এই জীবনের দাম ॥

সংকটে আর সংঘাতে আমরা চলি সব একসাথে
জীবনমরন পণ করে সব লড়ছি অবিরাম ॥

রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব
রক্তের প্রতিশোধ মোরা নেবই নেব
ঘরে ঘরে আজ দূর্গ গড়েছি বাংলার সন্তান
সইব না মোরা সইব না আর জীবনের অপমান ॥

জীবন জয়ের গৌরবে নুতন দিনের সৌরভে
মুক্ত স্বাধীন জীবন গড়া মোদের মনষ্কাম ॥

II মা –া মা মা | মর্সা –া –া –া I ণা –া দা পা | মা –া –া –া I
র ক্ ত দি য়ে ০ ০ ০ না ম্ লি খে ছি ০ ০ ০

I মা –া মা –া | পা –া ণা –া I দা –া –া –া | –া –া –া –া ‖ I
বা ং লা ০ দে ০ শে র্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম

I {মা –া মা পা | দা –া –া –া I মা –া পা দা | র্সা –া (–া –া)} I
মু ক্ তি ছা ড়া ০ ০ ০ তু ০ চ্ছ মো দে র্ ০ ০

দা –া I ণা –া দা –া | পা –া মা –া I –া –া –া –া | –া –া মা –া I
এ ই জী ০ ব ০ নে র্ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্ এ ই

I র্ঋা –া র্সা –া | ণা –া দা –া I –া –া –া –া | –া –া মা –া I
জী ০ ব ০ নে র্ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্ এ ই

I ণা –া দা –া | পা –া মা –া I –া –া –া –া | –া –া –া –া II
জী ০ ব ০ নে র্ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

II মা –া –া পা | ধা –া পা মা I রা –া –া রা | সা –া –া –া I
সং ০ ০ ক টে ০ আ র্ সং ০ ০ ঘা তে ০ ০ ০

I মা –া পা ধা |–পা মা রা সা I সা –া ণ্া ধ্া | –া –া –া –া I
আ ম্ রা চ ০ লি স ব্ এ ক্ সা থে ০ ০ ০ ০

I রা রা –া সা | রা –সা –ধ্া –া I গা –া গা জ্ঞা | গা –া –া –া I
জী ব ন্ ম র ০ ০ ন্ প ণ্ ক রে স ০ ০ ব্

I মা –া মা –া | পা –া দা –া I ণা –া –া –া | –া –া –া –া I
ল ড়ু ছি ০ অ ০ বি ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

I র্সা –া র্সা –া | ণা –া ণা –া I দা –া –া –া | –া –া –া –া II
বা ঙ্ লা ০ দে ০ শে র্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

দ্রুত দাদরা –

*II ধধধা ধধা ধধধা | ধধা ধধধা ধধা I ধধধা ধধা ধধধা | ধধা –া –া I
রকত যখন্ দিয়েছি | আরো রক্ত দেব রক্ত দেব রক্ত | দেব ০ ০

I ণণা ণণা ণণা | ণণা ণণা ণণা I ণণা ণণা র্ররা | র্ররা –া –া I
রক্তে র্প্রতি শো০ধ্ | মোরা নেবই নেব নেবই নেব নেবই | নেব ০ ০

I সসসা জ্ঞরসা জ্ঞজ্ঞা | সসসা জ্ঞজ্ঞা রসসা I জ্ঞা –া –া –া গগা গগগা I
ঘরেঘ রেআজ্ দূর্গ | গড়েছি বাংলা র্সন্ তান্ ০ ০ ০ | সইবো নামোরা

I মমমা মমা দদদা | –পমদা র্সাঃ মদঃI র্সাঃ মদঃ র্সাঃ | ঃ –া –া II
সইবো নাআর জীবনে | র্অপ মান্ অপ মান্ অপ মান্ ০ ০ ০

II মা মা –া পা | ধা –পা –মা –রা I রা –া রা সা | –া –া –া –া I
জী ব ন্ জ য়ে ০ ০ র্ গৌ ০ র বে ০ ০ ০ ০

I মা মা –া পা | ধা –পা –মা –রা I সা –া ণ্া ধ্া | –া –া –া –া I
নূ ত ন্ দি নে ০ ০ র্ সৌ ০ র্ ভে ০ ০ ০ ০

I রা –া রা সা | রা –সা –ধ্া –া I গা গা –া জ্ঞা | গা –া –া –া I
মু ক্ ত স্বা ধী ০ ০ ন্ জী ব ন্ গ ড়া ০ ০

I মা –া মা –া | পা –া দা –া I ণা –া –া –া | –া –া –া –া I
মো ০ দে র্ ম ০ ন ষ্ কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

I ণর্সা –া র্সা –া | ণা –া ণা –া I দা –া –া –া | –া –া –া –া IIII
বাং ০ লা ০ দে ০ শে র্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

তারকা চিহ্নিত স্থানে এসে দ্রুত দাদরার ছন্দে দ্রুতলয়ে গাইতে হবে।
ড্রাম বিটের মতো প্রতিটি বিটের ৩ মাত্রার ছন্দে। যেমন –

I ধি ধি না | না তি না I ধি ধি না | না তি না I ধি ধি না | না তি না I ধি ধি না | না তি না I
র ক্ ত য খ ন্ দি য়ে ছি আ রো ০ র ক্ ত দে ব ০ র ক ত দে ব ০

প্রাথমিক স্তরের শিখন–শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন

পঞ্চম শ্রেণি

পঞ্চম শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
২. জাতীয় সংগীত গাইতে পারা এবং গাইবার সময় সম্মান প্রদর্শন করতে পারা।	২.১ জাতীয় সংগীতের আভোগ পর্যন্ত গাইতে পাররে। ২.৩ জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।	২.১.১ জাতীয় সংগীতের আভোগ পর্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.২ জাতীয় সংগীত আভোগ পর্যন্ত সুরে ও তালে গাইতে পারবে। ২.৩.১ জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা দেখাতে পারবে।	**১ম পাঠ :** শিক্ষক চতুর্থ শ্রেণিতে লিখিয়ে দেওয়া বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের খাতায় আছে কি না তা যাচাই করে দেখবেন। না থাকলে তিনি পুরো গানটি আবার লিখিয়ে দেবেন। পরে শিক্ষক আভোগ অংশটি কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ পর্যন্ত আবৃত্তি করবে। এ সময় শিক্ষক জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের বলবেন এবং দেখিয়ে দেবেন। **২য় পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশটি করবেন। এরপর শিক্ষক জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশটি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার গাইবেন। এ সময় তিনি জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			কীভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা আবারও শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দেবেন। **৩য় পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশসহ সম্পূর্ণ গানটি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার গাইবেন। এ সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা আভোগসহ গানের সম্পূর্ণ অংশের সুর ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে তাদের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং সুরে গানের সম্পূর্ণ অংশ গাইতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও আভোগসহ গানের সম্পূর্ণ অংশটি গাইবে। এ সময় শিক্ষক জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে তা পুনরায় দেখিয়ে দেবেন। **৪র্থ পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশসহ সম্পূর্ণ

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	৩.১ শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয়	৩.১.১ শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয়	**৫ম পাঠ :** শিক্ষক শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরা অর্থাৎ ‘আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙা.....	গানটি আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশসহ সম্পূর্ণ গানটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশসহ সম্পূর্ণ গানটি গাওয়াবেন। এ সময় তিনি জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তাও শিক্ষার্থীদের দেখাতে বলবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
একুশে ফেব্রুয়ারি' শহিদ দিবসের গান গাইতে পারা।	অন্তরা অর্থাৎ 'আমারা সোনার দেশের রক্তে রাঙা..... আমি কি ভূলিতে পারি' পর্যন্ত গাইতে পারবে।	অন্তরা পর্যন্ত অর্থাৎ 'আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙা.... ভুলিতে পারি' পর্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। ৩.১.২ শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরা পর্যন্ত সুরে ও তালে গাইতে পারবে।	ভুলিতে পারি' পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের খাতায় আছে কি না তা যাচাই করে দেখবেন। না থাকলে তিনি পুরো গানটি আবার লিখিয়ে দেবেন। এরপর শিক্ষক বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরা পর্যন্ত আবৃত্তি করবেন। **৬ষ্ঠ পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরাসহ সম্পূর্ণ গানটি সুরে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের তার সাথে বেশ কয়েকবার গাওয়াবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরাসহ সম্পূর্ণ অংশটির সুর ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সেরকম কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদের ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরাসহ সম্পূর্ণ গানটি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে সম্পূর্ণ গানটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও সুরে শহিদ দিবসের সম্পূর্ণ গানটি গাইবে।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৭ম পাঠ : **মূল্যায়ন –** **৮ম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদটি সম্পূর্ণ অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রার্থনা সংগীত ‘আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে’ গানটির প্রথম দুই অন্তরা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের লিখিয়ে দেবেন। তিনি সকল শিক্ষার্থীর খাতায়	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরাসহ সম্পূর্ণ অংশটি আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরাসহ গানের সম্পূর্ণ অংশটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার সুরে শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরাসহ সম্পূর্ণ অংশটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
৮. হামদ এবং প্রার্থনা সংগীত গাইতে পারা।	৮.১ 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' হামদটি শুনবে, আবৃত্তি করতে পারবে এবং গাইতে পারবে এবং প্রার্থনা সংগীত 'আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে' প্রথম দুই	৮.১.১ 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' হামদটি এবং প্রার্থনা সংগীত 'আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে' প্রথম দুই অন্তরা পর্যন্ত পরিচিত হবে। ৮.১.২ হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতটির প্রথম	গানটি লেখা ঠিক হয়েছে কি না, তা যাচাই করে দেখবেন। প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে হামদ অথবা প্রার্থনা সংগীতে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসার বিষয়টির আলোকপাত করবেন। শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন করে তিনি বিষয়টি কতটুকু তাদের নিকট পরিষ্কার হয়েছে, তা জেনে নেবেন। **৯ম পাঠ :** শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' হামদ এর স্থায়ী অংশ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে' প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশ শুদ্ধ উচ্চারণে বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করে শোনবেন। পরে তিনি হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি শিক্ষার্থীদের তার সাথে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে বেশ কয়েকবার হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি আবৃত্তি করবে।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
	অন্তরা পর্যন্ত শুনবে, আবৃত্তি করতে পারবে এবং গাইতে পারবে।	দুই অন্তরা শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। ৮.১.৩ হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতটি প্রথম দুই অন্তরা পর্যন্ত সুরে ও তালে গাইতে পারবে।	**১০ম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় কাজী নজরুল ইসলাম রচিত হামদের স্থায়ী অংশ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশ কয়েকবার শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীদেরও হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষাথীদের মধ্য থেকে যারা হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তিনি তাদের সাথে নিয়ে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি আরও কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। **১১তম পাঠ :** শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' হামদ এর স্থায়ী অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে ছন্দে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি গাইবেন।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১২তম পাঠ : পাঠের শুরুতে শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' হাম্‌দ এর স্থায়ী অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে' প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সুরে ও ছন্দে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি গাইতে বলবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখী দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে স্থায়ী অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও সুরে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি গাইবে।	
			১৩তম পাঠ : **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' হামদ এর স্থায়ী অংশ এবং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে'

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১৪তম পাঠ : শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদ এর অন্তরার অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে’ প্রার্থনা সংগীতের প্রথম অন্তরার অংশটি শুদ্ধ উচ্চারণে বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করে শোনবেন। পরে তিনি হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা/প্রথম অন্তরার অংশটি তার সাথে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে বেশ কয়েকবার হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি আবৃত্তি করবে।	প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশ আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের স্থায়ী অংশটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১৫তম পাঠ : পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত হামদের অন্তরার অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রার্থনা সংগীতের প্রথম অন্তরার অংশ কয়েকবার শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীদেরও হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তিনি তাদের সাথে নিয়ে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি আরও কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। **১৬ তম পাঠ :** শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদ এর অন্তরার অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’ প্রার্থনা সংগীতের প্রথম অন্তরার অংশটি বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে ছন্দে	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি গাইবেন। **১৭তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' হামদ এর অন্তরার অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' প্রার্থনা সংগীতের প্রথম অন্তরার অংশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সুরে ও ছন্দে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি গাইতে বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও সুরে হামদ বা প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি গাইবে। **১৮তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদ এর অন্তরা এবং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররচিত ‘আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে’ প্রার্থনা সংগীতের প্রথম অন্তরার অংশ আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১৯তম পাঠ : শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদ এর সঞ্চারী অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’ প্রার্থনা সংগীতের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি শুদ্ধ উচ্চারণে বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করে শোনবেন। পরে তিনি হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি তার সাথে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে বেশ কয়েকবার হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি আবৃত্তি করবে। **২০তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত হামদের সঞ্চারীর অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রার্থনা সংগীতের দ্বিতীয় অন্তরার অংশ কয়েকবার শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীদেরও হামদ এবং প্রার্থনা	তাদের বেশ কয়েকবার হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			সংগীতের সঞ্চার এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা হাম্‌দ বা প্রার্থনা সংগীতের সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তিনি তাদের সাথে নিয়ে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি আরও কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। **২১তম পাঠ :** শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদ এর সঞ্চারীর অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে’ প্রার্থনা সংগীতের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে ছন্দে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি গাইবেন। **২২তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদ এর সঞ্চারীর অংশ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আনন্দলোকে	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			মঙ্গালালোকে' প্রার্থনা সংগীতের দ্বিতীয় অন্তরার অংশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সুরে ও ছন্দে হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি গাইতে বলবেন। এরপর তিন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে, সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখ দাঁড় করাবেন। **২৩তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল' হামদ এর সঞ্চারী এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররচিত 'আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে' প্রার্থনা সংগীতের দ্বিতীয় অন্তরার অংশ আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			২৪তম পাঠ : শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদ এর দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি প্রথমে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন এবং পরে সুরে ও ছন্দে ছন্দে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। হামদ এর অন্তরা এবং দ্বিতীয় অন্তরার সুর একই হওয়ায় শিক্ষার্থীরা সহজেই এই অংশটি শিখে নিতে পারবে। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে হামদ এর দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি গাইবেন। **২৫তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	অন্তরা এবং প্রথম অন্তরার অংশটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি গাওয়াবেন। শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
৯. মুক্তিযুদ্ধের গান গাইতে পারা।	৯.১ আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত	৯.১.১ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানবে।	**২৬তম পাঠ :** শিক্ষক আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ শিক্ষার্থীদের লিখিয়ে দেবেন। তিনি সকল শিক্ষার্থীর খাতায়	রচিত ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ হামদ এর দ্বিতীয় অন্তরা সহ সম্পূর্ণ হাম্‌দটি এবং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে’ প্রার্থনা সংগীতের প্রথম দুই অন্তরা পর্যন্ত আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা হামদ বা প্রার্থনা সংগীতের সম্পূর্ণ অংশটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার হামদ এবং প্রার্থনা সংগীতের সম্পূর্ণ অংশটি এবং প্রথম দুই অন্তরা পর্যন্ত গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
	মুক্তিযুদ্ধের গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' গানটি শুনবে, আবৃত্তি করতে পারবে এবং গাইতে পারবে	৯.১.২ মুক্তিযুদ্ধের গানটির সাথে পরিচিত হবে। ৯.১.৩ মুক্তিযুদ্ধের গানটি তালে তালে আবৃত্তি করতে পারবে। ৯.১.৪ মুক্তিযুদ্ধের গানটি সুরে ও তালে গাইতে পারবে।	গানটি লেখা ঠিক হয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখবেন। প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ কী, সে সম্পর্কে আলাপ করবেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন করে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি তাদের নিকট কতটুকু পরিষ্কার হয়েছে, তা জেনে নেবেন। **২৭তম পাঠ :** শিক্ষক আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' গানটির স্থায়ী অংশ শুদ্ধ উচ্চারণে বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করে শোনাবেন। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি তার সাথে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে বেশ কয়েকবার মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি আবৃত্তি করবে। **২৮তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			বাংলাদেশের নাম' গানটির স্থায়ী অংশ কয়েকবার শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীদেরও মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে না, তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তিনি তাদের সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি আরও কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। **২৯তম পাঠ :** শিক্ষক আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' গানটির স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে ছন্দে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি গাইবেন। **৩০তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' গানটির	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের সুরে ও ছন্দে মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি গাইতে বলবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে, সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে স্থায়ী অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও সুরে মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি গাইবে। **৩১তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ গানটির স্থায়ী অংশ আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি ঠিকমতো

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৩২তম পাঠ : শিক্ষক আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' গানটির অন্তরার অংশটি শুদ্ধ উচ্চারণে বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করে শোনাবেন। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি তার সাথে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে বেশ কয়েকবার মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি আবৃত্তি করবে। **৩৩তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় মুক্তিযুদ্ধের গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' এর অন্তরার অংশটি কয়েকবার শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীদেরও মুক্তিযুদ্ধের গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' গানের	সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের দিয়ে বেশ কয়েকবার মুক্তিযুদ্ধের গানের স্থায়ী অংশটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			অন্তরার অংশটি আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি আরও কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। **৩৪তম পাঠ :** শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ এর অন্তরার অংশটি বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে ছন্দে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি গাইবেন। **৩৫তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ এর অন্তরার অংশটি কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সুরে ও ছন্দে মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি গাইতে বলবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			গাইতে বলবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে মুক্তযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে অন্তরার অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি গাইবে। **৩৬তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ গানটির অন্তরার অংশটি আলাদা আলাদা ভাবে গাইতে বলবেন। যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি ঠিকমতো

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৩৭তম পাঠ : শিক্ষক আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ গানটির দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি শুদ্ধ উচ্চারণে বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করে শোনাবেন। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি তার সাথে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে বেশ কয়েকবার মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি আবৃত্তি করবে। **৩৮তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ এর দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি কয়েকবার শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীদেরও মুক্তিযুদ্ধের	সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের দিয়ে বেশ কয়েকবার মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে না, তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তিনি তাদের সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি আরও কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। **৩৯তম পাঠ :** শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ এর দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে ছন্দে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুরে ও ছন্দে মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি গাইবেন। **৪০ তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ এর দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সুরে ও ছন্দে মুক্তিযুদ্ধের গানের অন্তরার অংশটি গাইতে বলবেন।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			পরে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে, সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখী দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি গাইবে। **৪১তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আবুল কাসেম সন্দীপ রচিত ও সুজেয় শ্যাম সুরারোপিত মুক্তিযুদ্ধের গান ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’ গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
				তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের দিয়ে বেশ কয়েকবার মুক্তিযুদ্ধের গানের দ্বিতীয় অন্তরার অংশটি গাওয়াবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন। কোনো শিক্ষার্থী ঠিকমতো উত্তর না দিতে পারলে তিনি তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
			৪২তম পাঠ : শিক্ষক এই পাঠে শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নির্দেশিকায় মুদ্রিত ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ, পল্লিকবি জসিমউদ্‌দীন, মুন্সি রইসউদ্দিন, মোহাম্মাদ হোসেন খসরু", " লায়লা আর্জুমান্দ বানু এবং আব্দুল আলীম এর ছবি দেখাবেন। তিনি এই চার সংগীত রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পীর সংগীতময় জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত অলোকপাত করবেন।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৪৩তম পাঠ : শিক্ষক এই পাঠে তাদের পূর্বপরিচিত বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ হারমোনিয়াম, তবলা, তানপুরা ও দোতারার ছবি দেখাবেন ও ব্যবহার সম্পর্কে বলবেন। এর সাথে সাথে তিনি শিক্ষক নির্দেশিকায় মুদ্রিত আরও কয়েকটি অতি পরিচিত দেশীয় বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ মন্দিরা, সেতার, বেহালা, সারিন্দা ও খোল এর ছবি দেখাবেন। তিনি এই বাদ্য যন্ত্রগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন। **৪৪তম পাঠ থেকে ৫২তম পাঠ :** শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণিতে শেখানো দুইটি সম্পূর্ণ গান ও দুইটি আংশিক গানসহ মোট চারটি গান ও গানের অংশ এই আটটি পাঠে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করাবেন। আরও বেশিসংখ্যক পাঠ পাওয়া গেলে শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণিতে শেখানো চারটি গান ও গানের অংশ বেশ কয়েকবার পূনরাবৃত্তি করাবেন এবং ইতিপূর্বে প্রদর্শিত সংগীত সাধকদের ছবিসহ বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখাবেন ও আলোচনা করবেন।	